সংবাদ

তারিখ 11 JUL 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২

জানুয়ারি থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অধীন হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

নতুন শিক্ষানীতির আলোকে আগামী জানুয়ারি থেকে সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দুই মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত থাকবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং নবম শ্রেণী থেকে উচ্চ শিক্ষার সব স্তর থাকবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। আর পর্যায়ক্রমে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় দু'ভাগ হওয়া প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. মোতাহার হোসেন 'সংবাদ'কে বলেছেন, ... হচ্ছে : পৃষ্ঠা : ৯ ক : ৪

হচ্ছে : অধীনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক শাখাকে (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হবে। এ ব্যাপারে জানুয়ারিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) জারি করা হতে পারে। আরপিও জারির পরপরই মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভাগাভাগির প্রক্রিয়া শুরু হবে'।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা করে ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক বিকাশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হলেও এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালনা হচ্ছে কেবলমাত্র প্রাথমিক ও সমমানের (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানকারী বিদ্যালয়গুলো।' যেসব বিদ্যালয়ে (মাধ্যমিক) প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয়, সেসব বিদ্যালয় পুরোপুরিই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকে যায়। নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্তকরণ জরুরি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) তথ্য মতে, বর্তমানে দেশে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ৩১৭টি বাকি সব বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর নতুন এমপিওভুক্ত হওয়া ৩৫৮টিসহ মোট এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ১৫ হাজার ৮৭৩টি।

মাউশি'র কর্মকর্তারা বলছেন, সরকারি ও এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ভাগ করা খুবই কঠিন বিষয়। কিন্তু প্রাইভেট বা নন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান যেহেতু স্থানীয়ভাবে পরিচালনা হয়ে থাকে, সেগুলোকে দুই মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করা তেমন ঝামেলাপূর্ণ হবে না।

সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. মোফাজ্জল হোসেন 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ভাগ করতে গেলে বিদ্যালয়গুলোতে হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হবে। কারণ এরমধ্যে কোনটিতে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত, কোনটি দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত, আবার কোনটি চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হচ্ছে'।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান 'সংবাদ'কে বলেছেন, নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরকে আলাদা করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করতে হবে। এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ এর জন্য একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কমিটির পরামর্শে এ ব্যাপারে যথাসময়ে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে।

অন্যদিকে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা বলছেন, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ভাগ করে দুই মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করা সহজ বিষয় হলেও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ভাগ করা খুবই জটিল ও ঝামেলাপূর্ণ। তড়িঘড়ি করে এই প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব হবে না। কারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দুই ভাগে বিভক্ত হলে এর জনবলও বিভক্ত হবে। জনবল দুই স্তরে বিভক্ত হলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হতে পারে। এরপরও যেহেতু নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে রূপান্তরিত এবং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার সফলতা ও ব্যর্থতার পুরো দায়ভারই এখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর বর্তাবে। কাজেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ভাগ করার কোন বিকল্প নেই।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আবু আলম মো. শহিদ খান 'সংবাদ'কে বলেছেন, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভাগাভাগি করা খুবই জটিল বিষয়। নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য এরচেয়ে আর জরুরি কাজ হলো সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, বর্তমানে দেশে ১০ স্তরের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। এরমধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩১৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্নসহ) আছে ৩৭ হাজার ৬৭২টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ২০ হাজার ৮৩টি, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৩ হাজার ২৬৩টি অন্যতম। দেশে ১০ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলেও নতুন শিক্ষানীতিতে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার নির্ধারিত ৬টি বই পড়ানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. মোতাহার হোসেন জানান, ২০১১ সালের মধ্যে সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা, ২০১৪ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার শতভাগে উন্নীত করা এবং নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা ...